পলিসি ব্রিফ
৭২ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সুশাসন নিশ্চিতে কিছু সুপারিশ

প্রেক্ষাপট

আইনের শাসন সমুন্নত রাখা, মানবাধিকার রক্ষা, সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, আইন লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় আনা, শান্তি ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের (থানা পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, আনসার, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইডিসহ অন্যান্য বাহিনী যেমন, রেলওয়ে পুলিশ) প্রধান কাজ। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ এর আওতাভুক্ত না হলেও, আইনের রক্ষক ও রাষ্ট্রের অতীব গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এই সংস্থাসমূহের নিজেদের তথা জাতীয় প্রত্যাশা। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ অনুযায়ী বিশেষ করে অভিষ্ট ১৬ এর ১৬.৩, ১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬ এবং ১৬.১০ অনুযায়ী আইন রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারে পরিণত হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ যুগোপোযোগী সংস্কারের বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সুষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'স্ট্রাটেজিক প্লান ২০১৮-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সকল মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নিবিড় তত্ত্বাবধায়নের জন্য পরিদর্শন নির্দেশিকা এবং কাঠামোবদ্ধ ও মানসম্মত তদন্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিতের জন্য তদন্ত নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে;
- সিআইডি শাখার তত্ত্বাবধায়নে আধুনিক ডিএনএ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- সারাদেশে 'কমিউনিটি পুলিশিং দিবস' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- 'কমিউনিটি পুলিশিং' কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততায় সকল মেট্রোপলিটন এলাকায় নির্বাহি কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে 'কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- সরকার পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে ২০০৯ সালে ৩২,০১৩টি এবং ২০১৩ সালে ৫০,০০০টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছে এবং এ সকল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- পুলিশ বিভাগ কর্তৃক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অগ্রগতি লাভের উদ্দেশ্যে 'আইসিটি মাস্টার প্লান ২০১৫-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস (বিডি পুলিশ, হেলো সিটি, রিপোর্ট টু র‍্যাব) তৈরি করা হয়েছে; পুলিশ বিভাগ কর্তৃক জরুরী সেবা প্রদানের জন্য '৯৯৯ কোড' সম্বলিত জরুরী 'কল সেন্টার' গঠন করা হয়েছে;
- 'ই-পুলিশিং' কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' গঠন করা হয়েছে;
- আসামীরা যাতে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে খালাস পেয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়েছে;

কিন্তু গৃহীত উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন ও নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামোর ঘাটতির কারণে এ সকল সংস্থার পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ক্রমাগত কঠিন হচ্ছে। অপরদিকে, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় এ সকল সংস্থাসমূহ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দুর্নীতির সম্মুখীন হচ্ছে, পাশাপাশি রয়েছে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, রাজনৈতিক প্রভাব, মানবাধিকার সুরক্ষাসহ আইনের সুষ্ঠু ও বিধিসম্মত প্রয়োগের ঘাটতির অভিযোগ যা এ সকল সংস্থার সম্পর্কে দেশের জনগণের মাঝে আস্থাহীনতা ও নেতিবাচক মনোভাব তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়কালে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে ২০১৭ এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সংগঠিত দুর্নীতির প্রকৃতি ও

মাত্রা নিরূপণের জন্য টিআইবি 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭' পরিচালনা করে। এ জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে খানাসমূহ যে সকল দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপে আইন-শৃঙখলা রক্ষাকারী সংস্থাসহ ১৫টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়,যা ২০১৮ সালের ৩০ আগষ্ট প্রকাশিত হয়। এই জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের পেশাগত ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি, স্বাধীনভাবে ও প্রভাবমুক্তভাবে দ্বায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনআস্থা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে টিআইবি প্রণীত এ পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হল।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা সংস্থাসমূহ আরো শক্তিশালী, জনমুখী এবং অধিকতর দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের আস্থা সুদৃঢ়তর করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে।

আইন ও নীতি

১. 'খসড়া পুলিশ আইন, ২০০৭' ও 'খসড়া পুলিশ আইন, ২০১৩'এর ইতিবাচক দিকগুলি বিবেচনায় নিয়ে এবং সাধারণ জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত এর ভিত্তিতে ১৮৬১ সালে প্রনীত 'পুলিশ অ্যাক্ট' এর যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।

২. 'পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (পিআরবি), ১৯৪৩'এর সংস্কার করে তা যুগোপযোগী করতে হবে।

৩. 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' এ মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি সুস্পস্টকরণসহ তা নির্যাতনের সংজ্ঞায় অধিভুক্ত করতে হবে এবং জাতিসংঘ নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন এর আলোকে নির্যাতন বলতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ছাড়াও শক্তি প্রয়োগ, ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা আইনগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে ক্ষতি সাধন ইত্যাদি নির্যাতনের সংজ্ঞায় অধিভুক্ত করতে হবে।

৪. পুলিশ বিভাগ প্রণীত স্ট্রাটেজিক প্লান ২০১৮-২০২০ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. 'আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান (সংশোধন) আইন, ২০০৩' এর বিভিন্ন ধারার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ানের (র‍্যাব) কার্যক্রমের আইনত ক্ষেত্র সুস্পষ্ট করতে হবে এবং আলাদা সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

সক্ষমতা

১. আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাসমূহের সেবার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল সংস্থায় প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

২. সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত অফিস পরিসর ও কক্ষ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ির ব্যবস্থা, গাড়ি মেরামত ও জ্বালানির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোটর-সাইকেল ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত ও সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানিসহ অন্যান্য লজিস্টিকস নিশ্চিত করতে হবে।

৩. পুলিশ বাহিনীর মধ্যে পেশাদারিত্ব বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে-

- মানবাধিকার, শুদ্ধাচার ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১৬ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উপর জোর দিতে হবে- সকল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের এসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন সম্পর্কে ধারনা লাভ ও তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে তদন্তকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ বিভাগে কর্মরত প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পুলিশ বিভাগে 'পরিকল্পনা, নীতি ও গবেষণা ব্যুরো' ও 'সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেসন ব্যুরো' গঠন করতে হবে।

৫. অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করা ও ঝুঁকি গ্রহণের বাস্তব অবস্থার জন্য সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের ধরণ অনুযায়ী ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে আবাস-সুবিধাসহ মানসম্পন্ন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. দায়িত্ব পালনে নিহত, আহত ও অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্য ও তাদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এ কার্যক্রমের সঠিক উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়; কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জাতীয় দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যায়ভিত্তিক অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

জবাবদিহিতা

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকল রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সংস্থাসমূহের সকল প্রকার নিয়োগ ও পদোন্নতি ও বদলি স্বচ্ছ, সমান প্রতিযোগীতামূলক ও প্রভাববর্জিত রাখতে হবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় নাগরিকের সেবা প্রদানের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর শুদ্ধাচার ও নৈতিক চর্চা বাধ্যতামূলক করতে হবে; সকল প্রকার ক্ষমতার অপব্যবহার, শুদ্ধাচার লঙ্ঘন, আচরণবিধি লঙ্ঘন, পক্ষপাতিত্ব, আইনের লঙ্ঘন এবং অনৈতিক লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

৪. অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণে "জাতীয় কমিশন", গঠন করতে হবে এবং সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে।

৫. সামাজিক জবাদিহিতা বৃদ্ধি ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যে সকল ব্যবস্থা (ওপেন হাউজ ডে, জনসংযোগ সভা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, অপরাধ বিরোধী সভা) বর্তমানে প্রচলিত আছে তা আরও জোরদার ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও সুখ্যাতিসম্পন্ন এনজিওসহ স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের জাতীয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে সাধারণ জনগণের সাথে আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাসমূহের মানবিক সম্পর্ক ও সেবা প্রদানের সাংবিধানিক দায়িত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে।
২. মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে সকল আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার সেবা সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা সহজতর, দ্রুততর অথবা দুর্নীতিমুক্ত করা যেতে পারে। সংস্থাসমূহের হটলাইন ব্যবস্থার অধিকতর প্রচারণা করতে হবে।
৩. সকল সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সমৃদ্ধতর এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।
৪. সংস্থাসমূহের প্রধানসহ সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও নির্দিষ্ট সময়ান্তে হালনাগাদ করতে হবে।
৫. সকল অপরাধের ভিকটিমের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় অর্থাৎ 'রেসপন্স টাইম (আরটি)' সেবার শ্রেনীভেদে নির্ধারণ করে প্রকাশ করা ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখসহ সেবাগ্রহীতাকে জানাবার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

শুদ্ধাচার চর্চা

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের জন্য প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করতে হবে, সে অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। শুদ্ধাচার বিষয়ক এসকল কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অপরাধের ধরণ ও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিচয় নিয়মিত নিজ-নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

বিবিধ

১. পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশসহ সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে এবং তার জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'খসড়া পুলিশ আইন, ২০০৭' এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী একটি 'পুলিশ গবেষণা ব্যুরো' গঠন করতে হবে।
২. প্রচলিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পুলিশ বাহিনীকেই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে আইনকে ভয় না পেয়ে বরং আইনের প্রতি নাগরিকের শ্রদ্ধাশীলতা প্রতিষ্ঠা পায়।
৩. সুবিধাবঞ্চিত বা নাজুক শ্রেণীর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে তাদের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়ে নারীবান্ধব, শিশুবান্ধব, প্রতিবন্ধীবান্ধব ও দরিদ্রবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে সমাজের সকল স্তরে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh